তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩২১

**বঙ্গবন্ধু হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশনের রূপরেখা প্রস্তুত**

 **-- আইনমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ (০১ আগস্ট):

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট সপরিবারে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্রকারীদের খুঁজতে কমিশন গঠন করা হবে। এই কমিশন গঠনের প্রারম্ভিক কাজ হলো আইন তৈরি করা। এই আইনের ড্রাফট ইতিমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি পেলে সেটি জাতীয় সংসদে নিয়ে যাওয়া হবে।

আজ রাজধানীর জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে সিনিয়র সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুলের লেখা ‘পনেরো আগস্টের নেপথ্য কুশীলব’ শীর্ষক বইয়ের প্রকাশনা অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

আনিসুল হক বলেন, ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের ভবিষ্যৎকে বদলে দেওয়ার জন্য যে কলঙ্কিত চেষ্টা নেওয়া হয়েছিল, যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটানো হয়েছিল, তার সঙ্গে কারা কারা জড়িত ছিল, সেটা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জানানোই হবে কমিশনের উদ্দেশ্য। কমিশনের কাজ প্রতিহিংসামূলক হবে না, ভবিষ্যতে কেউ যেন প্রশ্ন তুলতে না পারে।

আনিসুল হক বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দুই খুনি এ এম রাশেদ চৌধুরী এবং নূর চৌধুরীকে দেশে ফিরিয়ে আনার জোর চেষ্টা চলছে। দুই খুনির মধ্যে এএম রাশেদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছে। এসএমবি নুর চৌধুরী আছে কানাডায়। তাদের ফিরিয়ে আনার চেষ্টা আমরা চালিয়ে যাচ্ছি। নুর চৌধুরীকে ফিরিয়ে আনার ব্যাপারে কানাডা যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে, সেটা আমরা উত্তরণের চেষ্টা করছি। আমরা কানাডিয়ান সরকারকে অনুধাবন করানোর চেষ্টা করছি। একটা স্টেজে গিয়ে আমরা বলব, আমাদের যে এত দিনের বন্ধুত্ব, সেই বন্ধুত্ব প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে, যদি তাকে ফেরত না দেওয়া হয়। অন্যদিকে রাশেদ চৌধুরী সম্পর্কে এতটুকু বলতে পারি, আমরা আলোচনা করছি। আপাতত এর থেকে বেশি আর কিছু বলতে চাই না।

মন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু হত্যা মামলার বিচারের আরো দুই-তিনটা তাৎপর্য আছে। বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার না হওয়ার কারণে মানুষের মধ্যে একটা ধারণা ছিল যে, বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচারই হয় না, সেখানে আমাকে কেউ খুন করলে সেটার তো বিচার হবেই না। এটা মনস্তাত্ত্বিকভাবে মানুষের মনে জায়গা করে নিয়েছিল। এখন কিন্তু সেই জায়গা থেকে উঠে এসেছে। এটি দেশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল।

লেখক ও সাংবাদিক মনজুরুল আহসান বুলবুলকে ধন্যবাদ জানিয়ে আইনমন্ত্রী বলেন, তাঁর প্রকাশনায় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্টের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক এবং এর নেপথ্য কুশীলবদের ঘৃণ্য ও ন্যাক্কারজনক কর্মকাণ্ডসমূহকে অনেক তথ্য-প্রমাণসহ ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বইটিতে বঙ্গবন্ধুর সরাসরি খুনি এবং এই হত্যাকাণ্ডের অনেক নেপথ্য কুশিলবের মুখোশ উন্মোচন করা হয়েছে। এটি আসলে অত্যন্ত সাহসী ও চ্যালেঞ্জিং কাজ। সেই কাজটি করেছেন মনজুরুল আহসান বুলবুল। তিনি একজন সিনিয়র সাংবাদিক হিসেবে বিবেকের তাড়নায় এবং পেশাগত দায়িত্ববোধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি মমত্ত্ববোধ থেকেই বইটি লিখেছেন। লেখকের সাহসিকতা, পেশাগত দায়িত্ববোধ ও বঙ্গবন্ধুর প্রতি মমত্ত্ববোধের প্রশংসা করে আইনমন্ত্রী বলেন, ‘আমি যতটুকু দেখেছি ও পড়েছি তাতে মনে হয়েছে, এই একটি মাত্র বই পড়ে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পূর্ববর্তী নীল-নকশা ও ষড়যন্ত্রে জিয়াউর রহমানের ভূমিকা, বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড ও এর নৃসংসতা, পনেরোই আগস্ট পরবর্তীকালে জিয়াউর রহমান কর্তৃক খুনিদের পুরস্কার ও পৃষ্ঠপোষণ, স্বাধীনতা বিরোধী অপশক্তির পুনর্জাগরণ, বিচারহীনতার সংস্কৃতি প্রবর্তন সহ সবরকম অপরাজনীতির আবির্ভাব এবং বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের বিচারের পথপরিক্রমা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যাবে ’।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন জাতীয় সংসদ উপনেতা মতিয়া চৌধুরী; নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি রফিকুল ইসলাম বীর উত্তম; ইতিহাসবিদ ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ আনোয়ার হোসেন; গবেষক, লেখক ও শিক্ষাবিদ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম; বিএফইউজে’র সভাপতি ওমর ফারুক এবং ডিইউজে’র সাবেক সভাপতি কুদ্দুস আফ্রাদ।

#

রেজাউল/পাশা/এনায়েত/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৯৪০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩২০

**শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিনে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে শ্রম প্রতিমন্ত্রীর শ্রদ্ধা**

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ (০১ আগস্ট):

শোকাবহ আগস্টের প্রথম দিন আজ। ১৯৭৫ সালের এ মাসের ১৫ তারিখে বাঙালি হারিয়েছে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। দিনটিকে গভীর শোক ও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণের অংশ হিসেবে শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রী বেগম মন্নুজান সুফিয়ান ধানমন্ডির ৩২ নম্বরে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন।

আজ শ্রম প্রতিমন্ত্রী মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীদেরকে সাথে নিয়ে জাতির পিতার প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

প্রতিমন্ত্রী শ্রদ্ধা নিবেদন শেষে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান. মহীয়সী নারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুননেছা মুজিবসহ ১৫ আগস্টের সকল শহিদের রুহের মাগফেরাত কামনা করে বিশেষ মোনাজাতে অংশগ্রহণ করেন।

শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (সচিবের রুটিন দায়িত্বে) ফাহমিদা আখতার ও মোঃ সাইফ উদ্দিন আহমেদ, যুগ্ম সচিব মোঃ মহিদুর রহমান, মোঃ হুমায়ুন কবীর, মোছা. হাজেরা খাতুন ও মোর্শেদা আক্তার এবং কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক মিনা মাসুদ উজ্জামানসহ মন্ত্রণালয়ের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

প্রতিবছরের মতো এবারও ১৫ আগস্টকে সামনে রেখে আগস্টের প্রথম দিন থেকেই সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, দপ্তর-সংস্থা, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগসহ দলটির বিভিন্ন সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনগুলো মাসব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এছাড়া বিভিন্ন সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন নানান কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

#

আকতারুল/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৮২০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩১৯

**সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের টেকসই আহরণে সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে**

 **-- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ (০১ আগস্ট):

সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদের পরিমিত ও টেকসই আহরণে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর শের-ই-বাংলা নগরে এনইসি সম্মেলন কক্ষে ‘ফিশারিজ সাবসিডিজ ইন দ্য কনটেক্সট অভ্‌ এলডিসি গ্র্যাজুয়েশন অ্যান্ড ওয়ে ফরওয়ার্ড’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা জানান। অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্প এ কর্মশালা আয়োজন করে।

অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের সচিব শরীফা খানের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মৎস্য ওপ্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, ঢাকা চেম্বার অভ্‌ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোঃ সমির সাত্তার এবং বাংলাদেশ ফ্রোজেন ফুড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি কাজী বেলায়েত হোসেন। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের অতিরিক্ত সচিব ও সাপোর্ট টু সাসটেইনেবল গ্র্যাজুয়েশন প্রকল্পের পরিচালক ফরিদ আজিজ। কর্মশালায় মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ প্রতিযোগিতা কমিশনের সদস্য মোঃ হাফিজুর রহমান।

কর্মশালায় মন্ত্রী আরো জানান, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মাস্টার অভ্‌ দ্য মাস্টারস, চিফ আর্কিটেক্ট অভ্‌ অল আর্কিটেক্টস। একজন স্টেটসম্যান হিসেবে তাঁর দৃঢ়তা, আত্মবিশ্বাস, সততা, পরিকল্পনা, ধীশক্তি, অভিজ্ঞতা এবং দেশপ্রেমের ফলে এটা সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতো একজন রাষ্ট্রনায়ক থাকায় বিশ্বের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বাংলাদেশ স্বাভাবিক অবস্থায় চলছে, শঙ্কার জায়গা নেই।

মন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুর উদ্ধৃতি ছিল, মাছ হবে দ্বিতীয় প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনকারী সম্পদ। আমরা ধীরে ধীরে সেদিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সমুদ্রে আমাদের বিশাল সম্পদের সম্ভার রয়েছে। তিনি বলেন, অধিক মৎস্য আহরণের কারণে অনেক দেশ মৎস্যশূন্য হয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামুদ্রিক জলসীমায় অনেক সময় অতিরিক্ত মৎস্য আহরণে বেপরোয়া চেষ্টা চালানো হয়। সমুদ্রে পরিমিত ও টেকসই মৎস্য আহরণে সরকার সর্বাধিক গুরুত্ব দিচ্ছে। এ জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে অতি মৎস্য আহরণ বন্ধে সরকার কঠোর পদক্ষেপ নিচ্ছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ২০২৬ সালে মৎস্য খাতে কী হবে সেটা মোকাবিলার জন্য দূরদৃষ্টি দিয়ে প্রস্তুতি নিতে হবে। এলডিসি গ্র্যাজুয়েশনে সম্ভাবনা ও শঙ্কা দু’টিকে মাথায় রেখে আমাদের প্রস্তুতি নিতে হবে। এক্ষেত্রে রাষ্ট্র সব ধরনের সহায়তা দেবে। মৎস্য রপ্তানিতে কোটা ও শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার না থাকলে আমাদের বিকল্প পথ বের করতে হবে। রপ্তানিতে দুর্বৃত্তপনা দূর করতে হবে বিশেষ করে বিষাক্ত দ্রব্য প্রবেশ করিয়ে বিদেশে ভাবমূর্তি নষ্ট করা বন্ধ করতে অতি মুনাফালোভী দুষ্ট চক্রকে মোকাবিলা করতে হবে।

শ ম রেজাউল করিম বলেন, সরকার পরিকল্পনা প্রণয়ন করবে, নীতি সহায়তা দেবে। বেসরকারি খাতে কেউ মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ শিল্প স্থাপন করতে চাইলে সরকার সহজ শর্তে, স্বল্প সুদে ঋণ প্রাপ্তির ব্যবস্থা করবে, মেশিনারিজ আমদানির ক্ষেত্রে কর মওকুফ সুবিধা দেবে। মৎস্য রপ্তানির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবে।

#

ইফতেখার/পাশা/সঞ্জীব/সেলিম/২০২৩/১৮০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩১৮

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ (১ আগস্ট):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী সোমবার সকাল ৮টা থেকে আজ মঙ্গলবার সকাল ৮টা পর্যন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৭৫ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ৩ দশমিক ৬৯ শতাংশ। এ সময় ২ হাজার ৩২ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে ১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৭৩ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১১ হাজার ৪৮৯ জন।

#

সুলতানা/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৩৬ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩১৭

**শেখ হাসিনার কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনমান পাল্টে গেছে**

 **--পানি সম্পদ উপমন্ত্রী**

নীলফামারী, ১৭ শ্রাবণ (১ আগস্ট):

পানি সম্পদ উপমন্ত্রী একেএম এনামুল হক শামীম বলেছেন, একসময় উত্তরবঙ্গ মঙ্গা হিসেবে পরিচিত ছিল। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টানা তিনবার সরকার গঠন করে এই সাড়ে ১৪ বছর ধরে দেশে ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। তাঁর কারণেই উত্তরবঙ্গের মানুষের জীবনমান পাল্টে গেছে। প্রধানমন্ত্রী উত্তরবঙ্গের মঙ্গাকে জাদুঘরে পাঠিয়েছেন।

আজ নীলফামারীর সৈয়দপুরে ১৪ শ’ ৫২ কোটি ৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে চলমান তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প পরিদর্শনকালে উপমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

উপমন্ত্রী শামীম বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বদৌলতে এই অঞ্চলের যোগাযোগ,  কৃষি ও অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। এই অঞ্চলে বাম্পার ফল হচ্ছে। এই প্রকল্পের ফলে খরার মধ্যেও এই অঞ্চলের কৃষকরা নিয়মিত প্রয়োজনীয় পানি পাচ্ছে। এই প্রকল্প পুরোপুরি বাস্তবায়ন হলে এই অঞ্চলের ১ দশমিক শূন্য ৪ লাখ হেক্টর জমিতে নিরবচ্ছিন্নভাবে সেচের পানি সরবরাহ করার মাধ্যমে ফসলে নিবিড়তা ২৩১% থেকে ২৬৮% এ উন্নীতকরণসহ প্রতিবছরে অতিরিক্ত প্রায় ১ লাখ মেট্টিক টন ধান উৎপাদন বৃদ্ধি এবং ৫ দশমিক ২৭ লাখ মেট্টিক টন খাদ্যশস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (যার বর্তমান মোট বাজার মূল্য প্রায় এক হাজার কোটি টাকা) এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে (প্রায় ৮৬ লাখ জন-দিন)। প্রকল্প এলাকায় পরিবেশ, ভু-গর্ভস্থ পানির স্তরের অধিকতর উন্নতিকরন, জীব-বৈচিত্র্য রক্ষা ও প্রকল্প এলাকায় বসবাসরত (৩০ লাখের অধিক) জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি সাধন হবে। উত্তরবঙ্গের মানুষ ভাগ্যবান, সে এলেঙ্গা থেকে ছয় লেন এক্সপ্রেসওয়ে বগুড়া থেকে রংপুর, বুড়িমারী পঞ্চগড় যাবে। পোর্ট টু পোর্ট যোগাযোগের নেটওয়ার্ক গড়ে তুলছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

উপ-মন্ত্রী বলেন, সারা দেশে স্থায়ী প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ অনেকাংশে জলাবদ্ধতা ও নদীভাঙন থেকে রক্ষা পাবে। উত্তরবঙ্গে ১৩টি প্রকল্পে প্রায় ৭ হাজার কোটি টাকার কাজ চলমান রয়েছে। আর এর সুফল কয়েক বছরের মধ্যে মিলবে। প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ভাঙন রোধে স্থায়ী প্রকল্প করা হচ্ছে। উপকূল অঞ্চলে প্রতিটি বাঁধ প্রশস্ত ও উঁচু করা হচ্ছে, বনায়ন করা হচ্ছে। আর এসব স্থায়ী প্রকল্পে নদী খনন বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে এবং তা রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জনবলও বাড়ানো হয়েছে। কাজের গুণমান ঠিক রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে।

এসময় তাঁর সঙ্গে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের ত্রাণ ও সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম আমিন, আওয়ামী লীগ নেতা খাদেমুল ইসলাম-সহ পানি উন্নয়ন বোর্ড রংপুরের প্রধান প্রকৌশলী, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী-সহ সংশ্লিষ্ট এলাকার জনপ্রতিনিধি ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে উপমন্ত্রী ১ হাজার ৪৫২ কোটি টাকার ৩৩ লাখ টাকা ব্যয়ে চলমান তিস্তা সেচ প্রকল্পের কমান্ড এলাকার পুনর্বাসন ও সম্প্রসারণ প্রকল্পের আওতাধীন নীলফামারী সদর, সৈয়দপু রংপুর জেলার গঙ্গাচড়া, রংপুর সদর, তারাগঞ্জ, বদরগঞ্জ উপজেলা। নীলফামারী জেলার নীলফামারী সদর, সৈয়দপুর, কিশোরগঞ্জ, ডিমলা, দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর, খানসামা, চিরিরবন্দর উপজেলা এবং জলঢাকা এলাকা পরিদর্শন করেন।

#

গিয়াস/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৭৩২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩১৬

**বিএনপি যে সন্ত্রাসী সংগঠন তা আবারো আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত**

 **--তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী**

রংপুর, ১৭ শ্রাবণ (১ আগস্ট):

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেছেন, ‘বিএনপি যে সন্ত্রাসী সংগঠন তা আবারো আন্তর্জাতিকভাবে প্রমাণিত হলো।’

আজ রংপুরে বাংলাদেশ টেলিভিশন কেন্দ্র প্রকল্পস্থল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী। এ সময় সাংবাদিকরা ‘কানাডার আদালত পঞ্চমবারের মতো বিএনপিকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যায়িত করলো’ এ নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘ইতিপূর্বে বিএনপির কয়েকজন সদস্য যখন কানাডায় রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করে, তখন কানাডার আদালত তাদের রায়ে বলেছিল- বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন এবং তারা গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সরকারকে বল প্রয়োগ করে  ক্ষমতাচ্যুত করতে চাচ্ছে এবং সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত, তারা যানবাহন পোড়াচ্ছে, মানুষ পোড়াচ্ছে। এরপর আবার কয়েকদিন আগে বিএনপির আরেকজন সদস্য সেখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেছে এবং সে ক্ষেত্রে কানাডার ফেডারেল আদালত আবার একই রায় দিয়েছে, বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন সুতরাং তাদেরকে আর রাজনৈতিক আশ্রয় দেওয়া যাবে না এবং এই মর্মে তার আবেদন তারা খারিজ করে দিয়েছে।’

হাছান বলেন, ‘বিএনপির লজ্জা থাকা উচিত, কানাডার আদালত পঞ্চমবারের মতো তাদেরকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে আখ্যা দিলো এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও এভাবে যখন বিএনপি সদস্যরা আবেদন করেছে, অনেক জায়গাতেই প্রায় অনুরূপ মন্তব্য করেছে, বিএনপি একটি সন্ত্রাসী সংগঠন।’

সাংবাদিকরা বিএনপি নেতা আমান উল্লাহ আমান ও গয়েশ্বর রায়কে সরকারের পক্ষ থেকে উন্নত খাবার ও সেবাদান নিয়ে বিএনপির বিরূপ মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ‘এটি আওয়ামী লীগের শিষ্টাচার এবং ১৫ বছর তাদের আদর করা হয়নি সেটি সঠিক নয়। যখনই তারা গ্রেপ্তার হয়েছে তাদেরকে ডিভিশন দেওয়া হয়েছে এবং কারাগারের মধ্যে যতটুকু সম্ভব ভালো রাখা যায় সে চেষ্টা সবসময় করা হয়েছে। আমরা এবং আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে অনেক নেতা যখন গ্রেপ্তার হয়েছে, তাদের খোঁজখবর নিয়েছি যাতে কোনো অসুবিধা না হয়।’

হাছান বলেন, ‘এটি আমাদের দলের শিষ্টাচার যা আমাদের আওয়ামী লীগের সভাপতি জননেত্রী প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিখিয়েছেন। এই শিষ্টাচার বিএনপির মধ্যে নাই, এর মর্মও তারা বোঝে না।’

সেইসাথে ড. হাছান বলেন, ‘বিএনপি যখন ক্ষমতায় ছিল তখন জ্যেষ্ঠ রাজনীতিবিদ বেগম মতিয়া চৌধুরীকে রাসেল স্কোয়ারে টানা-হেঁচড়া করেছে, আমাদের জ্যেষ্ঠ নেতা সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমকে পুলিশ লাঠি দিয়ে পিটিয়েছে। তাদের সেবা-শুশ্রুষা তো দূরের কথা কোনো কিছুই করা হয়নি। বিপরীতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুকন্যা যেটি করেছেন এটি রাজনৈতিক শিষ্টাচার। এটির প্রশংসা আমানউল্লাহ আমান নিজেও করেছেন আবার বের হওয়ার পর ভোল পাল্টেছেন।’

বুধবার রংপুরে প্রধানমন্ত্রীর জনসভা বিষয়ে তথ্যমন্ত্রী বলেন, ‘মানুষের মধ্যে যে ব্যাপক সাড়া, উৎসাহ-উদ্দীপনা দেখতে পাচ্ছি এতে এটিই প্রমাণিত হয়, রংপুর জেলা এবং মহানগর আওয়ামী লীগের আয়োজনে বুধবার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সভাপতি প্রধানমন্ত্রীর জনসভা প্রকৃতপক্ষে জনসমুদ্রে রূপান্তরিত হবে। যদিও আমরা মাঠে জনসভার স্থান দিয়েছি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পুরো রংপুর শহরই জনসভার স্থলে রূপান্তরিত হবে।’

-২-

ঢাকায় বিএনপির সোমবারের সমাবেশ প্রসঙ্গে হাছান বলেন, ‘তারা নিজেরাই তো “বোল্ড-আউট” হয়েছে। বিএনপি ঢাকা অবরোধ করতে চেয়েছিল, সেখান থেকে পালিয়েছে। সোমবার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তাদের জনসভা দেখে আমার নিজেরই লজ্জা লাগলো যে, ফাঁকা মাঠ, বিএনপির জনসভায় মানুষ এত কম কেন! আপনারা নিশ্চয়ই টেলিভিশনে ফুটেজগুলো দেখেছেন, কত মানুষ হয়েছে আমি জানি না তবে বড়জোর ১০-১৫ হাজারের চেয়ে বেশি মানুষ সেখানে হয় নাই।’

মন্ত্রী বলেন, ‘বিএনপি এত বড় সমাবেশের ডাক দিল, সেখানে কোনো মানুষ নাই। নয়াপল্টনের সামনে ৩০ হাজার মানুষ ধরে রাস্তায়, সে কারণে তারা নয়াপল্টনে করতে চায়। বড় মাঠে গেলে তো বোঝা যায় কত মানুষ যোগ দিয়েছে, সে জন্য মাঠে যেতে চায় না। কালকে মাঠে যাওয়ার পর বোঝা গেছে আসলে তাদের কর্মীরাই সেখানে নাই।’

এর আগে বিটিভি রংপুর কেন্দ্র প্রকল্প নিয়ে সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘আমাদের সরকার প্রত্যেকটি বিভাগে টেলিভিশন কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে জন্য একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে, একনেকে অনুমোদন হয়েছে। রংপুর বিভাগেও বাংলাদেশ টেলিভিশনের একটি পূর্ণাঙ্গ কেন্দ্র স্থাপনের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। সেটি হলে এখানকার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সবাই সংস্কৃতির নানা বিষয়ে তাদের দক্ষতা বাংলাদেশময় তুলে ধরার সুযোগ পাবে এবং স্থানীয় কৃষ্টি-সংস্কৃতিকেও তুলে ধরার সুযোগ পাবে।’

মন্ত্রী এদিন বিটিভি রংপুর প্রকল্প প্রাঙ্গণে গাছের চারা রোপণ করেন। বাংলাদেশ টেলিভিশনের মহাব্যবস্থাপক মাহফুজা আক্তার এবং সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

**বঙ্গবন্ধু বায়োপিক ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ সেন্সর সনদ পেয়েছে**

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন ও কর্মের ওপর বাংলাদেশ ও ভারত সরকারের যৌথ প্রযোজনায় নির্মিত ‘মুজিব: একটি জাতির রূপকার’ (Mujib - The making of a Nation) চলচ্চিত্র সেন্সর সনদ পেয়েছে। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়াধীন চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ড সোমবার এ সনদ প্রদান করে। ভারতেও সিনেমাটি সেন্সর প্রক্রিয়াধীন।

ভারতের শ্যাম বেনেগাল পরিচালিত এবং অতুল তিওয়ারি ও শামা জায়দি’র ইংরেজি চিত্রনাট্য থেকে আসাদুজ্জামান নূরের তত্ত্বাবধানে বাংলায় রূপায়িত এই ঐতিহাসিক সিনেমায় প্রায় দেড়শত চরিত্রের মধ্যে শতাধিক বাংলাদেশি শিল্পী অভিনয় করেছেন।

বাংলাদেশের ৬০ ভাগ ও ভারতের ৪০ ভাগ ব্যয়ে নির্মিত এই বায়োপিকের শ্যুটিং ২০২১ সালের ২২ জানুয়ারি ভারতের মুম্বাই ফিল্ম সিটিতে শুরু হয়ে ১৮ ডিসেম্বর বাংলাদেশে শেষ হয়। গত বছর ২০২২ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মবার্ষিকীতে চলচ্চিত্রটির প্রথম পোস্টার, ৩ মে দ্বিতীয় পোস্টার এবং ১৯ মে ফ্রান্সের কান চলচ্চিত্র উৎসবে সিনেমাটির ট্রেইলার রিলিজ করা হয়।

#

আকরাম/পাশা/সঞ্জীব/রেজাউল/২০২৩/১৬৪৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                 নম্বর : ৩১৫

**জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে**

 **-ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৭ শ্রাবণ (০১ আগস্ট):

ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রী মোস্তাফা জব্বার বলেছেন, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলার জন‌্যএখনই সঠিক পদক্ষেপ নিয়ে তা বাস্তবায়ন করতে হবে। ক্লাইমেট রিস্ক ইনডেক্স অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে ক্ষতির বিচারে শীর্ষ ১০টি ক্ষতিগ্রস্ত দেশের মধ্যে প্রথমেই অবস্থান করছে বাংলাদেশ। বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির জন‌্য শিল্পোন্নত বিশ্ব দায়ি থাকলেও এর ক্ষতির দায় আমাদেরকে বহণ করতে হচ্ছে। শুধুমাত্র একটি দেশ বা প্রতিষ্ঠান কিংবা জাতিসংঘসহ অন্যান্য সংস্থার প্রচেষ্টা দ্বারা এটির মোকাবিলা সম্ভব নয়। প্রত্যেক দেশের প্রতিটি মানুষ যদি নিজেদের দায়বদ্ধতা থেকে সচেতনতার মাধ্যমে একসঙ্গে কাজ করে তবেই জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

মন্ত্রী গতকাল ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে পরিবেশ নিয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতনতা বাড়াতে বিশ্ব ব‌্যাংকের সহযোগিতায় তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান এথিকস অ্যাডভান্স টেকনোলজি লিমিটেড (ইএটিএল) আয়োজিত ‘গ্রিন আর্থ কোয়েস্ট’ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে একাধারে সমুদ্রস্তরের উচ্চতা বৃদ্ধি, লবণাক্ততা সমস্যা, হিমালয়ের বরফ গলার কারণে নদীর দিক পরিবর্তন, বন্যা ইত্যাদি সব দিক দিয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এ ছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রাও অনেক বেশি। তিনি বলেন, বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির সৃষ্ট প্রভাবে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ অবস্থা অব‌্যাহত থাকলে বিস্তীর্ণ উপকূলীয় অঞ্চল সাগর গর্ভে বিলিন হয়ে যাবে। হাওরের পানি লবণাক্ততা হলে দেশের শতকরা ২৫ ভাগ খাদ‌্যের যোগান বন্ধ হয়ে যাবে, মিঠা পানির মাছ থাকবে না। এর ফলে ভবিষ‌্যতের পৃথিবীতে বসবাস কঠিন হবে।

মোস্তাফা জব্বার আরো বলেন, জলবায়ুর পরিবর্তন রোধে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে, বাঁচাতে হবে বিপন্ন এ পৃথিবীকে। অনলাইনে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বিষয়ক প্রতিযোগিতা অত‌্যন্ত সময়োপযোগী একটি কাজ বলে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এর ফলে দেশের সকল অঞ্চলের শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে এবং জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব মোকাবিলায় খাপ খাইয়ে নেয়ার সক্ষমতা অর্জনে নিজেদের তৈরি করার সুযোগ পাবে।

ইএটিএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এম এ মুবিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সাবেক মুখ্য সচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র অপারেশনস অফিসার মোখলেসুর রহমান এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মদ আলমগীর বক্তৃতা করেন।

#

শেফায়েত/মেহেদী/পরীক্ষিৎ/রাসেল/কামাল/২০২৩/১৪২৬ ঘণ্টা